রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ কার্তিক ১৪২৭/২৯ অক্টোবর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২৫৪–দেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক জনাব রশীদ হায়দার গত ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

২। জনাব রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৩ কার্তিক ১৪২৭/১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৩ কার্তিক ১৪২৭
ঢাকা: ----------
১৯ অক্টোবর ২০২০

দেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক জনাব রশীদ হায়দার গত ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

রশীদ হায়দার ১৯৪১ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রশীদ হায়দার নামে পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম শেখ ফয়সাল আবদুর রশীদ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন হায়দার।

ছাত্রজীবনে জনাব রশীদ হায়দার গোপালগঞ্জ ইন্সটিটিউশন হতে ১৯৫৯ সালে মাধ্যমিক এবং পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ হতে ১৯৬১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী জনাব রশীদ হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ‘চিত্রালী’ পত্রিকায় চাকুরি করেন। পরে তিনি ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র ‘পরিক্রম’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। জনাব রশীদ হায়দার ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই পরিচালক হিসাবে সুদীর্ঘ প্রায় তিন দশকের পেশাগত জীবনের সমাপ্তি টানেন। এছাড়া, তিনি নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব রশীদ হায়দার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত নিবেদিতপ্রাণ এক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকর্মে বাংলাদেশ, দেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি, শীলিত শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৩ সালে দিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের দু’জন কথাসাহিত্যিকের তিনটি বই প্রকাশ করা হয়, যেখানে রশীদ হায়দারের গল্পসংকলন অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক হিসাবে জনাব রশীদ হায়দারের উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মের মধ্যে ১৩ খণ্ডের ‘স্মৃতি: ১৯৭১’ অন্যতম। তিনি দেশের আনাচে-কানাচে থাকা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবার খুঁজে খুঁজে বের করে তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্য বা ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে স্মৃতিকথা লিখিয়েছেন। রশীদ হায়দার গল্প-উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা ও সম্পাদনা সব মিলে সত্তরের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাজ্ঞ এই কথাসাহিত্যিক রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে – ‘চিম্বুকের নিচে আলোর প্রভা’, ‘বাংলাদেশের খেলাধুলা’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প’ এবং ‘১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জনাব রশীদ হায়দার বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার', 'অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার' এবং 'হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার' প্রভৃতি। এ ছাড়া, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৪ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব রশীদ হায়দার ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ।

জনাব রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে দেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা- ও সাহিত্য-অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd